মীরসরাই উপজেলার Reconnaissance Survey প্রতিবেদন

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের গত ১০-০১-২০১৬ তারিখের ৪৮ সংখ্যক অফিস আদেশের মাধ্যমে মীরসরাই উপজেলার কৌশলগত ভূমি ব্যবহার বিষয়ে মাষ্টার প্ল্যানের ডিপিপি প্রস্তুতকরনের লক্ষ্যে ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক, উপ-পরিচালক(গবেষণা ও সমন্বয়) এর নেতৃত্বে চার সদস্য বিশিষ্ট টিম মীরসরাই উপজেলায় Reconnaissance Survey সম্পন্ন করে।

০২। আলোচ্য Survey এর সময় (ক) Stakeholder গনের সাথে আলোচনা এবং আলোচনায় প্রাপ্ত সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা লাভ করা হয়। (খ) বিভিন্ন প্রাকৃতিক Resource এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভকরণ।

০৩। Stakeholder গনের সাথে আলোচনা

ক. জনাব জিয়া আহমেদ সুমন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মীরসরাই উপজেলা, খৈয়াছড়া ঝর্ণা এবং মহামায়াছড়াকে কেন্দ্র করে Tourist Spot তৈরীর যথেষ্ট সম্ভাবনার বিষয়টি তুলে ধরেন। তাছাড়া মহামায়াছড়া থেকে Water Treatment করে মীরসরাই ও বারৈয়ারহাট বাজার পৌরসভাসহ হাসপাতালের সুপেয় পানির সমস্যা সমাধান করা যাবে। Mirsharai Economic Processing Zone বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে এর সাথে সংযোগের জন্য ভেরীবাঁধ হয়ে বরতাকিয়া বাজার থেকে আবুতোরা হয়ে চারলেন রাস্তা EPZ পর্যন্ত যাবে। তাছাড়া মহুরী সেচ প্রকল্প থেকে EPZ পর্যন্ত বাইপাস রাস্তা নির্মানের প্রস্তাবনা রয়েছে। উপরন্তু রাস্তাটি টেকনাফ থেকে EPZ পর্যন্ত মেরীন ড্রাইভের মাধ্যমে সম্পৃক্ত থাকবে।

ছবিঃ জনাব জিয়া আহমেদ সুমন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মীরসরাই উপজেলা, এর সাথে আলোচনা

আলোচ্য EPZ এ ইতিমধ্যে Coal based Power Plant নির্মাণের চলমান আছে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে EPZ এর মধ্যে Tourist Spotও রয়েছে। EPZ এর প্রভাবস্বরূপ উক্ত অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। প্রয়োজন হবে বিভিন্ন পর্যায়ের আবাসনের। ইতিমধ্যে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কিসমত জাফরাবাদ মৌজা, মীরসরাই এ ১১ একর জমি অধিগ্রহন করেছে। অবশিষ্ট ১৬ একর জমি সোনাপাহাড় এলাকায় অধিগ্রহনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত এলাকায় পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা হবে। তবে এক্ষেত্রে তিনি ভূমিকম্প সহনীয় উন্নয়ন ও নগরায়নের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। কেননা মীরসরাই ভূমিকম্প প্রবন এলাকা। অপরিকল্পিতভাবে Infrastructure Development এবং যত্রতত্র বাড়িঘর তৈরীর কারনে পাহাড় থেকে সৃষ্ট Flash Flood এর জন্য Water Logging দেখা যায়। তজ্জন্য সমতল এলাকায় ছড়াগুলোর Carrying Capacity বৃদ্ধির জরুরী তাগিদ দেন। পাহাড়গুলোতে আদীবাসীদরা বসবাস করে। তাদের জন্যও সুপেয় পানির ব্যবস্থা বিষয়টিও জরুরী। যদিও তাদের জন্য টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের জন্য Cultural Academy প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। উপরন্তু Intercity ট্রেন থামার ব্যবস্থা, গাড়ীর জন্য আলাদা Parking Space সহ স্বতন্ত্র "ট্রাক ষ্ট্যান্ড" স্থাপনের পরামর্শ দেন।

খ. জনাব মোঃ গিয়াসউদ্দিন, মেয়র এবং মোঃ শাহজাহান, সাবেক মেয়র, মীরসরাই পৌরসভা বলেন যে, যেকোন পরিকল্পনায় জনঅংশগ্রহন অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। World Bank এর MGSP প্রকল্পের আওতায় পৌরসভা নিজস্ব উদ্যোগে TLCC এবং WLCC এর মাধ্যমে ওয়ার্ড ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করনসহ সমস্যার গুরুত্ব অনুযায়ী Ranking করেছে। তন্মধ্যে Water Treatment Plant এর জন্য DPHE অফিসের পাশের এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। TLCC এবং WLCC থেকে প্রাপ্ত সমস্যা ও সমাধানগুলো LGED কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Master Plan এ

Incorporate করলে Master Plan টি Functional হতো। পৌরবাসীর সুপেয় পানির সমস্যা সমাধানে তিনি গোবারিয়া ছড়ার পাদদেশে Cross DAM করতে পারলে সহজেই Treatment Plant এর জন্য পানি পাওয়া যাবে মর্মে উল্লেখ করেন। গোবারিয়া ছড়া মাত্র তিন কিমি দূরে অবস্থিত। মহামায়া ছড়ার দুরুত্ব ৭ কিমি। গোবারিয়া খাল/ছড়া দিয়ে পাহাড়ী ঢলের পানি চলে যায় তবে বর্তমানে খালের জায়গা অবৈধ দখলে চলে যাচ্ছে। তাঁরা ফটিকছড়ি ও মীরসরাই সংযোগ সড়কের মাঝখানে Rail station বিষয়ে আলোকপাত করেন। তাছাড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে রাস্তা করতে পারলে কাচামাল, কাঠ সহজেই ফটিকছড়িতে পৌছানো যাবে। EPZ তৈরী হলে Foreigner রা আসবে। উপজেলা Head Quarter হওয়াতে সংগত কারনে মীরসরাই পৌরসভার উপর ব্যাপক প্রভাব পড়বে। এক্ষত্রে Infrastructure সহ অন্যান্য Sectorএচাপ পড়বে। বিষয়গুলো মাষ্টার প্ল্যানে আসতে হবে। EPZ এর মধ্যে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। এর ফলে ঊচত এর চারিদিক দিয়ে আবাসনের পরামর্শ দেন। তিনি Clinic ও হাসপাতালের চাহিদা তুলে ধরেন। মীরেরসরাই Earthawake Zone এর আওতায় হওয়ায় ভূমিকম্পের ঝুঁকির গুরুত্ব নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে সচেষ্ট হবার আহবান জানান। উপরন্তু বাংলাদেশে আন্তর্জাতিকমানের ষ্টেডিয়াম নির্মানের প্রস্তাবনা রয়েছে। তন্মধ্যে মীরসরাই পৌরসভায়ও একটি ষ্টেডিয়াম নির্মিত হবে। ষ্টেডিয়ামের পার্শ্বে একটি পার্ক ও প্রাইমারী স্কুল নির্মানের সুপারিশ করা হয়। এক্ষেত্রে তিনি আরো একটি সুবিধাজনক স্থানে স্লুইজগেট নির্মানের প্রস্তাবনা দেন। এরফলে Flash Flood এর ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস পাবে। ফলশ্রুতিতে আনুমানিক ১০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব হবে। সেচ কাজের সুবিধা হবে। ব্যাপক ভিত্তিতে শাক-সবজি চাষাবাদের সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে মহামায়া ছড়া বর্তমান অবস্থার গতি পরিবর্তন করেছে। বর্তমান ছড়ায় রাবার ড্যাম করার ফলে শুধুমাত্র ১৬নং ইউনিয়ন এবং মীরসরাই পৌরসভা এর উপকার পাচ্ছে। যদিও সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পূর্বের মহামায়া ছড়ার নিয়ন্ত্রিতভাবে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে এর ফলে মলি হাঁস খাল বর্তমানে প্রায় পানিশূন্য। পূর্বের মহামায়া ছড়ায় সংস্কার করলে ৯, ১০, ১১ এবং ১৩নং ইউনিয়ন এর সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

ছবিঃ ১ম ছবিতে মহামায়া ছড়া রাবার ড্যাম। ২য় ছবিতে মীরসরাই পৌরসভার মেয়র জনাব গিয়াসউদ্দিন। ৩য় ছবিতে পূর্বের মহামায়া ছড়া।

গ. জনাব মোঃ তাহের, মেয়র, বারৈয়ারহাট পৌরসভা, এর সাথে আলোচনায় বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের সমস্যা ফুটে উঠে। মীরসরাই পৌরসভায় কিছু কিছু এলাকায় গ্যাস থাকলেও বারৈয়ারহাট পৌরসভায় কোন গ্যাস সরবরাহ নেই। বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের ছদরমাদিঘিতে বিদ্যমান ছোট Sub Station কে নতুন Plan এর মাধ্যমে সঠিক পরিসরে সাজানো গেলে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধান হবে। তিনি বাংলো অর্থাৎ পূর্বহিংগুলিকে Tourist Spot এর আওতায় নিয়ে আসার পরামর্শ দেন। তাছাড়া ফেনীনদী এবং মহুরী নদীর মোহনায়ও Tourist Spot গড়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে।করা যায়। EPZ এর কাজ সম্পন্ন হলে আবাসনসহ অন্যান্য অবকাঠমোর চাহিদার সৃষ্টি হবে তার জন্য সমন্বিত উপজেলা পরিকল্পার পদক্ষেপ এখনই গ্রহনের পরামর্শ দেন। হাইস্কুল ও কলেজ স্থাপনের গুরুত্ব দেন। রাস্তা বর্ধিতকরনের ফলে যাতে বিদ্যমান বাজারটির কোন ক্ষতি না হয়, তা বিবেচনায় রাখার অনুরোধ করেন।

ঘ. জনাব জাহিদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, ১২নং ইউনিয়ন, খৈয়াছড়া, তাহার ইউনিয়নকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার হিসেবে উল্লেখ করেন। খৈয়াছড়া ঝর্ণায় বারমাস পানি থাকে। এজন্য অনেকের কাছে ঝর্ণাটিবারমাস্থি ঝর্ণা হিসেবে পরিচিত। ঝর্ণাটির অনেকগুলো ধাপ রয়েছে। Tourist গন শুধুমাত্র পাহাড়ের তলদেশের শেষ প্রান্তের ঝর্ণা উপভোগ করতে পারে।

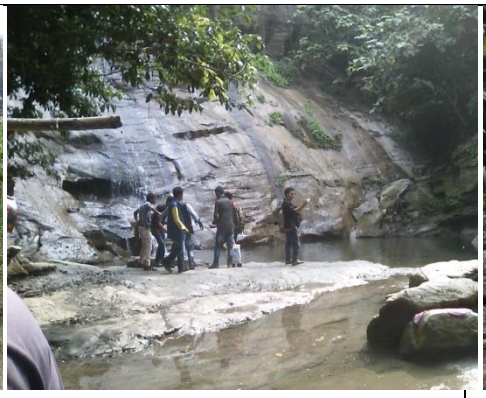
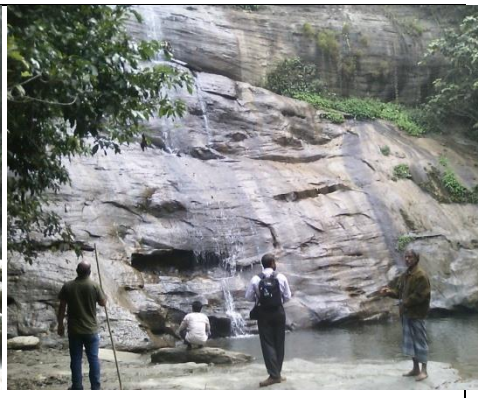

ছবিঃ ১ম ছবিতে খৈয়াছড়া ঝর্ণা দেখতে আসা পযটক। ২য় ছবিতে ঝর্ণায় পযটকদের আনন্দ। ৩য় ছবিতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতিনিধিগন।

তবে কৌতুহলী Tourist গন স্বউদ্যোগে পাহাড়ের উপরে গিয়ে খেয়াছড়া ঝর্ণার রহস্য উদঘাটনে ব্যাপৃত থাকে। এক্ষেত্রে অনেকসময় দূর্ঘটনাও ঘটে থাকে। পাহাড় ও ঝর্ণার সম্পর্ক অংগাঅংগিভাবে জড়িত। পাহাড় সমগ্র ইউনিয়ন পরিষদকে ফটিকছড়ি ইউনিয়ন থেকে পৃথক করে রেখেছে। পাহাড়ের মধ্যে অবস্থান করছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। তাদের প্রকৃতির সাথে মিশে গিয়ে তৈরী করে নিয়েছে নিজস্ব Ecology। তাছাড়া রয়েছে শষ্য পরিবেষ্টিত পরিচিত সবুজের সমারোহ। জনাব জাহিদ চৌধুরী সামগ্রিক বিষয় বিবেচনা করে মহামায়া ছড়া, খেয়াছড়া এবং সীতাকুন্ডকে একত্রে করে Tourist Spot পরিকল্পনার প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। এক্ষেত্রে রেল লাইনটি Tourist উপযোগী করার অনুরোধ জানান। প্রাকৃতিক অবস্থান ছাড়াও রয়েছে ঐতিহাসিক বার আউলিয়ার সর্দার হযরত মাওলানা শাহ জাহেদ (রঃ) এর মাজার। বড় তাকিয়া বাজারসহ এলাকার নাম এ মহান সূফীর নামানুসারে হয়েছে। তাহার মাজারটিও হতে পারে Tourist দের কৌতুহল উপশমের স্থান। খৈয়াছড়া ঝর্ণা ছাড়াও "মহামায়া প্রকল্প" টির অবস্থান এবং এর নৈসর্গিক সৌন্দয্য যেকোন Tourist এর কাছে আকর্ষনীয় ও মনোলোভা।

ছবিঃ ১ম ছবিতে মহামায়া প্রকল্পে মীরসমরাই পৌরসভার মেয়রসহ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক। ২য় ও ৩য় ছবিতে মহামায়া ছড়ার প্রাকৃতিক সৌন্দয্য।

এক্ষেত্রে লোকের চারিদিকে অভয়ারন্য এবং প্রাকৃতিক ভাবে গড়ে উঠা স্থান এ প্রকল্পটিকে অধিকতর মনোরম ও শান্তির স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সর্বোপরি রয়েছে মহুরী সেচ প্রকল্পের ফলে সমুদ্র বক্ষ থেকে অবারিত ভূমি পাওয়া গেছে। বর্তমানে এখানে EPZ এর কাজ শুরু হয়েছে। মহুরী প্রকল্প থেকে সাইরমালী খাল পর্যন্ত EPZ এলাকা বিস্তৃত মর্মে জানা গেছে। বর্তমানে সাইরমালী খালের দুপাশে বেরীবাধ নির্মানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ছবিঃ ১ম ছবিতে মীরসরাই ইকোনমিক জোন। ২য় ছবিতে উন্নয়নমূলক কাজ। ৩য় ছবিতে মীরসরাই ইকোনমিক জোনের আংশিক অংশ।

৪। এ সকল বিষয়কে বিবেচনায় এনে মীরসরাই উপজেরার মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট Stakeholder গন গুরুত্ব আরোপ করেন।